সংবাদ
তারিখ 26 JUN 2007
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

নয়া পে-স্কেল থেকে বঞ্চিত বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

২০০৫ ও ২০০৬ সালের নতুন জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের সেবায় নিয়োজিত ৪৪২ জন প্রফেশনাল-শিক্ষক-কর্মচারী। অন্যদিকে নানা অব্যবস্থাপনা, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, বৈষম্যের শিকার হয়ে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কল্যাণ ও পুনর্বাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সুইড বাংলাদেশ-এর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি (প্রশিককস) শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান এবং প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

সুইড বাংলাদেশ-এর জাতীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে অন্তঃদ্বন্দ্বের শিকার হওয়ায় তাদের পরস্পরবিরোধী কর্মসূচির জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিরক্ত, যার প্রধান শিকার হয়েছেন প্রফেশনাল-শিক্ষক-কর্মচারীরা। ২০০৫ সালের জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা চাহিদার ফাইলটি কৌশলে বিভিন্ন পর্যায়ে আটকে রাখা, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ফাইলটি ফেরত আনা, মীমাংসিত বিষয়ে নতুন করে প্রশ্ন উত্থাপন করে মূলত সময়ক্ষেপণ করে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে নতুন জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী বেতন-ভাতা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে নতুন পে-স্কেলে অর্থ প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বেতন-ভাতার একটা অংশ সুইড বাংলাদেশ-এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দেয়ার বিধান থাকলেও তা দেয়া হয় না। এছাড়া বিভিন্ন অজুহাতে বেতন কাটা, ইনক্রিমেন্ট ও পদোন্নতি বন্ধ রাখা ও চাকরিচ্যুত করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিকে আত্মীয়করণেরও অভিযোগ রয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ সমিতি সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে, ২০০৫ সালের নতুন পে-স্কেল অনুযায়ী বিশেষ শিক্ষার জন্য উচ্চতর বিশেষ স্কেলে বেতন-ভাতা রাজস্ব খাত থেকে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কেন্দ্র ও শাখা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তাকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তারা। পদোন্নতি, ইনক্রিমেন্ট, বেতন স্কেল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরাজমান অনিয়ম-বৈষম্য দূর করারও দাবি জানান। উল্লিখিত সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সুইড বাংলাদেশ-এর নির্বাচন প্রক্রিয়া বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়।